দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 30 MAY 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 6

27

(22

ঢাকা : মঙ্গলবার, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬

দিনাজপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো জরাজীর্ণ ।। ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে

।। ইন্দ্রমোহন রায় ।।

বীরগঞ্জ, ২৮শে মে।— দিনাজপুর জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে চরম সংকটের সম্মুখীন। অধিকাংশ বিদ্যালয় গৃহেরই জরাজীর্ণ অবস্থা ও আসবাবপত্রের অপ্রতুলতা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রয়েছে ; যার ফলে জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা নানাভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ ছাড়া বই, কাগজ ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি এবং অভিভাবকদের আর্থিক সংকট থাকায় জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

জেলার ১৩টি উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ১ হাজার ৬৮টি। এর মধ্যে সরকারী বিদ্যালয় ৮শ' ২৮টি এবং বেসরকারী ২শ' ৪০টি। এই ২শ' ৪০টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থানীয় জনসাধারণের চাঁদা ও প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে। জেলার ১৩টি উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সবগুলোতে এখনোও পাকা ভবন গড়ে ওঠেনি। অধিকাংশ সরকারী বিদ্যালয় খড়, ছন বা টিনের ছাউনি এবং চাটাই বা বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরী। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে এ সকল বিদ্যালয়গৃহ অধিকাংশই বর্তমানে জরাজীর্ণ ও নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। তাছাড়া গত ১৩ ও ১৫ই মে দিনাজপুরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যাপকসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়েছে। গত বছর ও চলতি বছর কাল বৈশাখীতে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয় গৃহগুলো মেরামত করা হয়নি। ঝড়ে বিধ্বস্ত বিদ্যালয়গুলোর ক্লাস চলে গাছতলায় বা বাড়ীর বৈঠকখানায়। আর যে সকল বিদ্যালয়ের ভবন পাকা রয়েছে সেগুলোর ভবনেও ফাটল ধরেছে। বর্ষা মৌসুমে সেই ফাটল দিয়ে পানি পড়ে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এসব বিদ্যালয়ে ক্লাস করতে হয়। অপরদিকে সরকারী ও বেসরকারী অধিকাংশ বিদ্যালয়েই টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, ব্ল্যাকবোর্ড ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব খুবই তীব্র। আসবাবপত্রের অভাবে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে মেঝেতে পাটি বা চট বিছিয়ে ক্লাস করতে হয়। বিদ্যালয়গুলোতে খাবার পানির তীব্র অভাব। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, অর্ধেকেরও বেশী বিদ্যালয়ে নলকূপ নেই। যে সকল বিদ্যালয়ে নলকূপ রয়েছে তারও অধিকাংশই বিকল। এছাড়া অধিকাংশ বিদ্যালয়ে পায়খানা, প্রস্রাবখানার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের অশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কম। জেলার ১৩টি উপজেলায় শূন্য শিক্ষকদের পদ পূরণের ব্যাপারেও অভিযোগ রয়েছে।

বই-পুস্তক-কাগজসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি এবং আর্থিক সংকটের কারণে জেলার ১৩টি উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে।